56

আজকের কাগজ

তারিখ ... 10 APR 1996 ..
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

# শিক্ষা ক্ষেত্রে অচলতা বনাম বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড কথাটি সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু আজকের প্রেক্ষাপটে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যে কতটুকু নাজুক তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এইচএসসি অনিশ্চিত হয়ে উঠছে তাদের পরীক্ষার সময়সূচি, পিছিয়ে গেছে বিসিএস পরীক্ষা। অনার্স মাস্টার্সওয়ালাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। হলগুলোর ডাইনিং ক্রমশ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ডাইনিং ম্যানেজার চালাতে না পেরে পালিয়ে গেছে এমন খবর প্রকাশিত হচ্ছে পত্রিকায়। ডাক বিভাগের শিথলতার জন্যে গ্রামের বাড়ি থেকে ছাত্র-ছাত্রিদের জন্যে টাকা আসছে না। এতেই বুঝা যায় শিক্ষাঙ্গনের পরিস্থিতি কতটুকু নাজুক ও অসহনীয়। অথচ আমরা জানি শিক্ষা ছাড়া মানুষ সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকতে পারেনা। আদিকাল থেকেই মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলো সংগ্রহ করে বেঁচে আছে। পর্যায়ক্রমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মানুষ ক্রমান্বয়ে উন্নতর জীবন যাপনে সক্ষম হচ্ছে।

কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগে আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ আজ পর্যন্ত বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা সঠিকভাবে চালু করতে পারেনি। এখানে ভৌত কাঠামো নির্মাণ ও সম্প্রসারণের চাহিদা খুব মৌলিক। কিন্তু এখনকার প্রকৌশলীরা কর্মহীনতায় ভোগেন। এদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত কাজ করবার প্রয়োজন বিশাল। কিন্তু বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা কাজের তেমন কোনো সুযোগ পাননা।

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত। কিন্তু চিকিৎসকদের চাকরি নেই। এদেশের সমাজ অর্থনীতিতে অনেক রকম গবেষণা করা প্রয়োজন- কিন্তু প্রয়োজনীয় কোনো চাহিদা নেই। অর্থ সংস্থান বা কর্মসংস্থান নেই। ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা; সর্বক্ষেত্রে, কাজের প্রয়োজন রয়েছে অনেক কিন্তু এসব ক্ষেত্রে কাজের প্রয়োজন রয়েছে অনেক কিন্তু এসব ক্ষেত্রে আগ্রহী শিক্ষিত ব্যক্তিদের চাকরির জন্যে ব্যাংকে বা এনজিওতে বা ইন্ডেনটিং আমদানি চোরাচালানী ফার্মে ধর্না দিতে হয়। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে অচলাবস্থার মূল কারণ ঠিক সাদা চোখে দেখা কিছু সন্ত্রাস।

দশম এবং একাদশ শ্রেণীতে আমাদের বর্তমানের টেকনিক্যাল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল, মেডিক্যাল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ট্রেনিং উপযুক্তভাবে প্রণয়ন করতে হবে তাহলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রশাসনিক হিসেবে রক্ষা ইত্যাকার ব্যবহারের শাখাগুলোর কর্মকাণ্ডের ওপর ফোর্স ও শিক্ষাসূচী সংযোজন অনায়াসে করা যাবে। এটাকে সিনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা বর্তমানের উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট নামে অভিহিত করা যাবে। আর যারা উচ্চ মেধাসম্পন্ন না হবে এবং নাতিদক্ষের যারা প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হয়ে ওঠবে তারা গড়ে তুলবে আমাদের দক্ষ কর্মীগোষ্ঠি। বর্তমানে কারিগরী, ডিপ্লোমা, চিকিৎসা ডিপ্লোমা, সাধারণ ডিগ্রী (কলা, চারুকলা ও বিজ্ঞান এ বিভিন্ন কোর্স) ইত্যাদির সুগ্রন্ধন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন খুব কঠিন বাধা হবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস।

আমাদের বর্তমানের বেকার কেরানী ও তাবেদার গোষ্ঠী এবং ডেস্ক এক্সপার্ট ও ব্রীফকেস বুদ্ধিজীবী সৃষ্টিকারী শিক্ষাকে এভাবে সুপ্রথিত সুসংযোজিত ও সুসন্নিবেশিত শিক্ষা কাঠামোর মাধ্যমে ফলপ্রসূ দক্ষজনসমষ্টি সৃষ্টিকারী শিক্ষা কাঠামোকে রূপান্তর করতেই হবে। একবার আমাদের শিক্ষাঙ্গণ থেকে সন্ত্রাস ও অচলাবস্থা দূর করতে পারলে যে কোন সমস্যা মোকাবেলায় আমরা প্রস্তুত হতে পারবো এবং প্রকৃত প্রস্তাবে এই প্রস্তুতিটাই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সকল অচলাবস্থা দূর করে জাতিকে দেবে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ উপহার।

❑ বেলাল হোসেন
*আজিজ সুপার মার্কেট*
*শাহবাগ, ঢাকা।*